দৈনিক সংবাদ

তারিখ 27 APR 1989
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

72

সরকারী কলেজসমূহে কৃষি বিভাগ খুলুন

বাংলাদেশ কৃষি অর্থনীতি-নির্ভর একটি দেশ। স্বাধীনতা উত্তরকালে এদেশের মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সূচনালগ্নেই কৃষি শিক্ষা ও গবেষণার যথেষ্ট মূল্যায়ন করে কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত কর্মকর্তার মর্যাদা দিয়ে দেশে সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে না পারলেও ক্ষুদ্র এই দেশের অতিরিক্ত সাড়ে তিন কোটি লোকের বাড়তি খাদ্যের সংস্থান এদেশের কৃষি গবেষকরা তাদের গবেষণা লব্ধ উচ্চ ফলনশীল জাতের মাধ্যমে করেছেন। আজ পর্যন্ত দেশে ২৩টি উফশী জাতের ধান উদ্ভাবন করা হয়েছে। সরিষা, গম, মরিচ, তুলা ইত্যাদি ফসলেরও নূতন নূতন উফশী জাত আবিষ্কৃত হয়েছে এদেশের কৃষি গবেষকদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমেই। অথচ দেশের বর্তমানের কৃষি শিক্ষার পরিসীমা একদিকে যেমন সংকিপ্ত অন্যদিকে সদ্য পাস করা কৃষিবিদরা বেকারত্বের হতাশায় নিমজ্জিত।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চতর শ্রেণীতে কৃষি শিক্ষার সুযোগ থাকলেও এদেশের সরকারী কলেজগুলোতে মাধ্যমিক পর্যায়ে কোন ছাত্র কৃষি শিক্ষা নিতে পারে না। ফলতঃ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির শিক্ষিত লোকজনের অনেকেই কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে অজ্ঞাত থেকে যান। দু'একটি বেসরকারী কলেজ স্ব-উদ্যোগে কৃষি বিভাগ চালু করে ছাত্রছাত্রীদের উল্লেখযোগ্য সাড়া পেয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় গভীরভাবে চিন্তা করে যদি সরকারী কলেজ পর্যায়ে কৃষিবিভাগ খুলে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষি শিক্ষার প্রবর্তন করে তাহলে একদিকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা প্রায় এক হাজার বেকার ছাত্রের চাকরির সংস্থান যেমন হতো অন্যদিকে দেশে কৃষি শিক্ষার ব্যাপ্তি প্রসারিত হতো। অর্থের অভাবে যারা কৃষিশিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রী নিতে পারে না তারা সহজেই কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট অব এগ্রিকালচার" (আই, এজি) এ পাস করে ক্ষুদ্র ঋণের আওতায় হাস-মুরগী বা কৃষি খামার স্থাপন করে বেকারত্বের হতাশা হতে মুক্তি পেতে পারে। আশা করি আমার এই প্রস্তাবটি সদাশয় ঊর্তৃপক্ষ ভেবে দেখবেন।

সুব্রত নন্দী
কৃষি অনুষদ
৪১২, সোহরাওয়ার্দী হল
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ময়মনসিংহ।